বিষয়বস্তুঃ সমাজ পরিবর্তনের উত্তম পন্থা

যুল হিজ্জাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৮ যুল হিজ্জাহ ১৪৪৪ হিজরী, ৭ জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০২

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

❁ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ❁ اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

❁ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল হিজ্জাহ মাসের ১৮ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমাদের বিষয় বস্তু হল, সমাজ পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। মনে রাখা দরকার বর্তমান সমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একটি সমীক্ষায় উলামায়ে কিরামগণ মন্তব্য পেশ করেছেন যে, আমাদের শেষ নবীর পূর্বে যত নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন তাদের যুগে যত প্রকারের পাপ ও অপরাধ ঘটেছিল, সমস্ত পাপ বর্তমান যুগের সমাজে বিদ্যমান। পূর্বের যুগের এমন কোন পাপ নেই, যা এখন ঘটছে না। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান সমাজের এই দুর্দশাকে পরিবর্তন করার পন্থা কী ? আজ আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, এ সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য বিশাল কোন আইন-কানুন, লাঠিসোটা ও পুলিশ-প্রশাসনের প্রয়োজন নেই।

অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণ বলছেনঃ ঘুণেধরা এ সমাজকে পরিবর্তন করার উত্তম পন্থা প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই আছে। অন্য কোথাও সন্ধান করার দরকার নেই। আমরা নিজেরা আগে পরিবর্তন হলে আমাদের সমাজ আপনা আপনি পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজেকে আগে পরিবর্তন না করে গোটা সমাজ ও জাতিকে পরিবর্তনের আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা। এ সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটি আয়াত লক্ষ্য করি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের মধ্যে সূরা রা'দের ১১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।"

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, যে জাতি নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরিবর্তন করেন না। অনুরূপভাবে আগে নিজে পরিবর্তন না হলে ঘুণেধরা এ সমাজও কখনও পরিবর্তন হবে না। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার, অন্যকে পরিবর্তন করার চেয়ে নিজেকে পরিবর্তন করা খুবই সহজ। তাই বুদ্ধিমানের পরিচয় হল, আগে নিজেকে পরিবর্তন করা। তাহলে সমাজ আপনা আপনি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

এক মাতালের ঘটনাঃ

যদি কেউ আগে নিজে পরিবর্তন না হয়ে অন্যকে পরিবর্তন করতে যায়, তাহলে তার অবস্থাটা ঠিক তেমন হবে, যেমন এক

মাতালের হয়েছিল। একবার এক মাতাল মদ খেয়ে সারাদিন মাতলাম করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর বলতে লাগলঃ "আমি সারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দেব, আমি সারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দেব।" মদ খেয়ে এভাবে মাতলাম করতে করতে সন্ধ্যাবেলায় যখন বাড়ি ফিরে আসল, তখন তার বউ বললঃ থাক থাক হয়েছে, সারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করার আগে আমার ওই সায়াটা খুলে পরিবর্তন করে দেখাও তো।

কী বুঝলাম ? ভাই ! যে মাতাল সারাদিন নিজের বউয়ের সায়া পরে বেড়িয়েছে, সে নাকি আবার সারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দেবে। যতসব মাতালের কান্ড-কারখানা। এই জন্য বলা হয়ঃ বুদ্ধিমানের পরিচয় হল আগে নিজেকে পরিবর্তন করা।

সুধী বন্ধুগণ ! আজ আমরা এ সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুনব। একটি ঘটনা হাদীস থেকে, আর আরেকটি ঘটনা প্রাচীন যুগের গল্প-কাহিনী থেকে। প্রথমে আমরা হাদীসের ঘটনাটি লক্ষ্য করিঃ

ঘটনাঃ

সহীহ বুখারীর ২৭৩১ নম্বরের একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত মিস্ওর বিন মাখরুমা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, সন ৬ হিজরীতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবীদেরকে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা দিয়েছিলেন। মক্কায় যাওয়ার পথে যখন হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কাবাসীরা নবিজী এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বাঁধা দিল। অবশেষে হুদাইবিয়ার ময়দানে মক্কাবাসীদের সঙ্গে সেই

ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পন্ন হল, যেটা ইতিহাসের পাতায় ‘সুলাহ হুদাইবিয়া’ নামে পরিচিত।

যাইহোক হযরত মিস্‌ওর বিন মাখরুমা (রযি) সেই সুলাহ হুদাইবিয়ার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেনঃ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ“যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিচুক্তি লেখা শেষ করলেন, তখন নিজের সাহাবীদেরকে বললেনঃ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ اِحْلِقُوْا “উঠো কুরবানী করো এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডণ করো।” কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে কেঊ উঠলেন না।

(সাহাবীরা কেন উঠলেন না ? অথচ সাহাবীদের আদর্শ হল, কোন সাহাবী এক মুহূর্তের জন্য কখনও নবীজির আদেশ অমান্য করেন না। যাদের সম্পর্কে ‘উরওয়া ইবনে মাসঊদ সাকাফী’ যিনি এই সুলাহ হুদাইবিয়ার সময় মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছিলেন এবং তাদের কাছে আবার ফিরে গিয়ে বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেনঃ হে মক্কাবাসীরা ! আমি বহু রাজা বাদশার দরবারে গিয়েছি। রোমের বাদশা কয়সার এবং পারস্যের বাদশা কিসরার দরবারেও গিয়েছি। কোন বাদশাহকে এমন দেখিনি যার সহচররা তাকে এতটা সম্মান করে যতটা সম্মান মুহাম্মাদকে তার সাহাবীরা করে। মুহাম্মাদ যদি থুতুও ফেলে, তাহলে তারা মাটিতে পড়তে দেয় না। মুহাম্মাদ যদি উযু করে, তাহলে এক ফোটা উযুর পানি তারা মাটিতে পড়তে দেয় না।

কিন্তু আজ তারা কেন কথা শুনছেন না ? তার কারণ হল, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে মক্কার কাফিররা এমন কিছু শর্ত লাগিয়েছিল, যেগুলি সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল। তবুও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবারা সেটা বাহ্যিকভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না, যার ফলে সাহাবারা খুবই দুঃখিত ছিলেন। সেজন্য তারা সেই মুহূর্তে নবীজির কথা মানতে বিলম্ব করছিলেন।)

যাইহোক রসূলুল্লাহ সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার আদেশ করলেন, তবুও কেউ উঠলেন না। যখন দেখলেন কেউ উঠছে না, তখন তিনি নিজের স্ত্রী উম্মে সালামাহ রযিয়াল্লাহু আনহার তাঁবুতে প্রবেশ করে বিষয়টি তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। হযরত উম্মে সালামা (রযি) বললেনঃ يَا نَبِيَّ اللهِ ! أَتُحِبُّ ذٰلِكَ ؟ "হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি এটা চান যে, সকলে আপনার কথা মেনে নিয়ে মাথা মুণ্ডণ করে নিক ? যদি তাই চান তাহলে এক কাজ করুন। আপনি প্রথমে নিজে আগে বের হন। অতঃপর কারোর সঙ্গে কথা না বলে চুপচাপ কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং তারপর মাথা মুণ্ডণ করে নিন। তারপর দেখুন কী হয় ?

হযরত উম্মে সালামার কথা শুনে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ তাঁবু থেকে বের হলেন। তারপর কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুণ্ডণ করে ফেললেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাথা মুণ্ডণ হতে দেখে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ একে একে সকলেই মাথা মুণ্ডণ করে হালাল হয়ে গেলেন।

সম্মানিত বন্ধুগণ ! এটাই হল, নিজেকে আগে পরিবর্তন করার চমৎকার ফাইদা। তাই অন্যকে পরিবর্তন করার আগে নিজেকে পরিবর্তন করা বুদ্ধিমানের পরিচয়। যদি নিজেকে আগে পরিবর্তন করা হয়, তাহলে দেখবেন অতি সহজে গোটা সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা সমাজ আমাদের বাইরে অন্য কোন জিনিস নয়। বরং আমাকে আপনাকে নিয়েই তো সমাজ। অতএব আমরা যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সমাজ আপনা আপনি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

এবার আমরা প্রাচীন যুগের রাজা-বাদশাদের একটি গল্প শুনি। গল্পটি কাহিনী হলেও এর মধ্যে অনেক শিক্ষা আছে।

ঘটনাঃ

প্রাচীন যুগে এক রাজা ছিলেন। যিনি বহুদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। রাজ্যের সমস্ত ডাক্তার কবিরাজকে দেখিয়েও কোন কাজ হচ্ছিল না। অবশেষে রাজা এক সাধুবাবার খবর পেলেন। যিনি গভীর জঙ্গলে বাস করেন। তিনি নাকি এ বিষয়ে খুব পারদর্শী।

রাজা খবর পাওয়া মাত্রই সাধুবাবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে যখন সাধুবাবার সামনে নিজের চোখের সমস্যার কথা জানালেন, তখন সাধুবাবা বললেনঃ রাজা মশাই ! আপনার সমস্যা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এ রোগের কোন ঔষধ নেই। রাজা সাধুবাবার কথা শুনে বললেনঃ বাবা ! দয়া করে আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন অন্য কোন উপায় আছে কি। যত সম্পদ লাগে আমি সব দেব।

সাধুবাবা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেনঃ একটি উপায় আছে। আপনি সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রাজা বললেনঃ কী উপায় আছে বলুন। আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করে দেখব। আর আমি কথা দিচ্ছিঃ যদি আমার চোখ ভাল হয়ে যায়, তাহলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করব। সাধুবাবা বললেনঃ এর উপায় হল, আপনি আপনার চোখ দিয়ে শুধু লাল রঙ দেখবেন। লাল রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ কখনও দেখবেন না। রাজা বললেনঃ ঠিক আছে বেশ ভাল, তাই হবে। এই বলে রাজা জংগল থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সকল মন্ত্রী ও আমলাদেরকে রাজসভায় হাযির হতে বললেন।

যথা সময়ে মন্ত্রী ও আমলারা সকলে রাজপ্রাসাদে হাযির হলেন। রাজা সকলকে সামনে রেখে ফরমান জারি করে বললেন যে, আমার সিংহাসন থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদের সকল বস্তুকে লাল রঙে রঙিন করে দেওয়া হোক এবং এবার থেকে সকল মন্ত্রী ও আমলারা লাল পোশাক পরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে।

রাজার আদেশ অনুযায়ী রাজবাড়ি ও রাজপ্রাসাদের সকল বস্তুকে লাল রঙে পরিবর্তন করা হল। সাথে সাথে রাজবাড়ির রানী ও কর্মচারী থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদের সকল মন্ত্রী ও আমলারা লাল পোশাক পরতে লাগলেন। রাজা এবার থেকে লাল বস্তু ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। রাজা যে পথ দিয়ে যান, সে পথে লাল কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হত এবং দুই ধারে লাল কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হত।

কিছুদিন পর রাজা অনুভব করলেন যে, চোখের দৃষ্টি অনেকটা ভাল হয়ে গেছে। তাই তিনি মন্ত্রীকে বললেনঃ মন্ত্রী ! সেই সাধুবাবাকে

আমার দরবারে এখনই হাযির করা হোক। আমি তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। রাজার কথামত মন্ত্রী সাধুবাবাকে রাজ দরবারে হাযির করলেন। সাধুবাবা রাজার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি যখন হাযির হলেন তখন দেখলেন যে, রাজবাড়ি ও রাজপ্রাসাদের সবকিছু লাল রঙে রঙিন করা হয়েছে। এ সব দেখে তিনি কিছুটা আশ্চর্য হলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ আবার কোন রাজার দেশে আসলাম।

তারপর যখন তিনি রাজ দরবারে প্রবেশ করতে যাবেন, তখন তার গায়ে লাল রঙ ঢেলে তার পোশাকটি রঙিন করে দেওয়া হল। কেননা রাজা আবার লাল জিনিস ছাড়া দেখবেন না। সাধুবাবা বললেনঃ এ কী ব্যাপার, এটা কী হচ্ছে ? আমার গায়ে রঙ দিচ্ছ কেন ? এ কী কাণ্ড ! এমন কাণ্ড দেখে সাধুবাবা আরও হতভম্ব হলেন।

অতঃপর যখন রাজ দরবারের ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন ? বাবা ! আমাকে চিনতে পারছেন তো ? সাধুবাবা বললেনঃ না তো, আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না তো। রাজা বললেনঃ আমি সেই রাজা, যিনি আজ থেকে কয়েকমাস পূর্বে আপনার কাছে নিজের চোখের সমস্যা নিয়ে হাযির হয়েছিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, এ রোগের কোন ঔষধ নেই। তারপর ভেবে-চিনতে আমার জন্য একটি উপায় বলে দিয়েছিলেন যে, লাল রঙ ছাড়া কিছুই দেখবেন না। তাই আমি আমার রাজবাড়ি ও রাজপ্রাসাদের সব কিছু লাল রঙে পরিবর্তন করে ফেললাম এবং আমার বাড়ির সকলকে ও আমার মন্ত্রী–আমলাদেরকে লাল

পোশাক পরতে বললাম। যার ফলে আমার দৃষ্টি অনেকটা ভাল হয়ে গেছে। তাই আপনাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রন করলাম।

সাধুবাবা বললেনঃ হ্যা, এবার আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। তবে আমি আপনাকে তো একথা বলিনি যে, আপনার চোখের সমস্যা দূর করতে হলে রাজপ্রাসাদ ও তার আসা-পাশের সকল বস্তুকে লাল রঙে পরিবর্তন করতে হবে। বরং আমি শুধু বলেছিলামঃ আপনি লাল রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ দেখবেন না। এর জন্য তো আপনি শুধুমাত্র একটি লাল চশমা কিনে পরে নিলে পারতেন। যার মূল্য মাত্র এক দু'আনা হতে পারে। কী প্রয়োজন ছিল লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যায় করে সকলকে পরিবর্তন করার ?

অতঃপর সাধুবাবা একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বললেন, যেটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। বললেনঃ এটাই হল মানব জাতির স্বভাব যে, যখনই কোন সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবর্তন হতে বলা হয়, তখনই নিজের মধ্যে পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা না করে সবসময় অন্যকে পরিবর্তন করার চিন্তা করে। অথচ একটু চিন্তা করলেই অতি সহজে তার সমাধান নিজের মধ্যেই পেয়ে যাবে। আগে নিজেকে পরিবর্তন না করে আসে-পাশের গোটা সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। যার ফলে কোন উপকার সাধন হয় না।

মুহতারম সুধীবৃন্দ ! এ গল্পটি শুধুমাত্র একটি কাহিনী হলেও এর মধ্যে অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। বর্তমান সমাজকে ভাল আদর্শে পরিবর্তন করতে হলে আগে নিজের আদর্শকে পরিবর্তন করতে হবে। তবেই আমাদের সমাজের আদর্শ পরিবর্তন হবে। কেননা আমরাই

হলাম সমাজ, আর সমাজ হল আমরা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে পরিবর্তন হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ, হাফিয আবূযার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল।